[২০১৯] ১৭ এস. সি. আর. ১১৯

রাধা বাঈ

বনাম

রাম নারায়ণ এবং অন্যান্যরা

(২০০৯ সালের ৫৮৮৯ নং দেওয়ানি আপিল)

নভেম্বর ২২,২০১৯

[এ. এম. খানউইলকার এবং দীনেশ মহেশ্বরী, বিচারপতিদ্বয়]

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ – ধারা ৬ এবং ৮ – সম্পত্তিতে অংশ – একটি জমি 'এস'-এর মালিকানাধীন ও দখলে ছিল – 'এস'-এর 'জে' এবং 'পি' নামে দুই পুত্র ছিল – 'জে'-এর দুই পুত্র ছিল ৪ নং বিবাদী এবং আপিলকারী-বাদীর পিতা – আপিলকারীর পিতা 'জে' (তার পিতা) এবং 'এস'-এর (তার পিতামহ) পূর্বে মারা যান – তিনি ১৯৫৭ সালে মারা যান, যেখানে 'জে' ১৯৮২ সালে এবং 'এস' ১৯৬৫ সালে মারা যান – আপিলকারীর পিতা তার স্ত্রী এবং কন্যা-আপিলকারীকে রেখে যান – 'এস'-এর মৃত্যুর পর, তার দুই পুত্র 'জে' ও 'পি' মামলাধীন সম্পত্তি ভাগ করে নেন এবং যার ফলে, মামলাধীন সম্পত্তি 'জে'-এর একচেটিয়া অংশে আসে এবং তিনি তার পরম মালিক হন, যার ভিত্তিতে তিনি ('জে') তার তিন নাতির (৪ নং বিবাদীর পুত্র) অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল সম্পাদন করেন – আপিলকারী মামলা দায়ের করে এবং সম্পত্তিতে অংশ চান – নিম্ন আদালত মামলা খারিজ করে দেয় – তবে, আপিল আদালত নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তে ভিন্নমত পোষণ করে এবং আপিলকারীকে বিতর্কিত জমির অর্ধেক অংশের দখল পাওয়ার নির্দেশ দেয় – ক্ষুব্ধ হয়ে, ১ থেকে ৪ নং বিবাদী হাইকোর্টে দ্বিতীয় আপিল দায়ের করে – হাইকোর্ট আপিল আদালতের রায় বাতিল করে এবং নিম্ন আদালতের রায় ও ডিক্রি বহাল রাখে – আপিলে, স্থির করে: ১৯৬৫ সালে 'এস'-এর মৃত্যুর পর, সম্পত্তি তার দুই পুত্র 'জে' ও 'পি'-এর উপর বর্তায় – তারা উত্তরাধিকারী হয় এবং নিজেদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে নেয় – ফলে সম্পত্তি 'জে'-এর একচেটিয়া অংশে আসে – আপিলকারী-বাদীর পিতা তার পিতা 'জে' এবং এমনকি তার পিতামহ 'এস'-এর পূর্বে মারা যান – 'জে'-এর জীবদ্দশায়, আপিলকারীর পিতা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না এবং একই কারণে, আপিলকারী তার কন্যা হওয়ায় তার পিতার চেয়ে বেশি কোনো অধিকার দাবি করতে পারে না – অতএব, বর্তমান মামলায় প্রতিষ্ঠিত আইনি অবস্থান প্রয়োগ করে, হাইকোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি বহাল রাখা হল।

আপিল খারিজ করে আদালত

স্থির করে: ১. বর্তমান মামলার প্রকৃত ম্যাট্রিক্স বিবেচনা করে, এটি লক্ষ্য করা যায় যে 'এস' পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আবেদনকারী-বাদী পিতা তাঁর আগে ১৯৫৭ সালে মারা যান। আবেদনকারীর বাবা ছিলেন 'জে'-এর পুত্র। 'জে' ১৯৮২ সালে মারা যান। 'জে'-এর জীবদ্দশায়, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারীর বাবা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারতেন না কারণ তিনি কেবল 'জে'-এর মাধ্যমে দাবি করতে পারতেন। তবে, ১৯৮২ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। যদি আবেদনকারীর বাবার নিজের অধিকারে কোনও দাবি না থাকত, তবে আবেদনকারীর মেয়ে হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

২. এই আদালতের সুসংগত অভিমত হল যে পৌত্র বা পৌত্রী শ্রেণী I-এর উত্তরাধিকারীদের তালিকা থেকে স্পষ্টভাবে বাদ পড়ে। আপিলকারীর পিতা স্বয়ং 'এস'-এর পৌত্র ছিলেন, যিনি 'এস'-এর পূর্বে মারা যান। ১৯৬৫ সালে 'এস'-এর মৃত্যুর পর, পৈতৃক মামলাধীন সম্পত্তি ১৯৬৭ সালে 'জে' এবং 'পি'-এর মধ্যে ভাগ করা হয়েছিল এবং ভাগ করা সম্ভব হয়েছিল। সেই ভাগের ফলে, মামলাধীন সম্পত্তি 'জে'-এর ব্যক্তিগত ক্ষমতায় তার একচেটিয়া অংশে আসে। তাই তিনি বৈধভাবে তার ইচ্ছানুসারে এবং যেভাবে তিনি তার পৌত্রদের (যথাক্রমে ১ থেকে ৩ নং বিবাদী) অনুকূলে ২১শে জুলাই, ১৯৭৯ তারিখের রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে হস্তান্তর করেছিলেন সেভাবে তা নিষ্পত্তি করতে পারতেন। ১৯৬৭ সালের উল্লিখিত ভাগ বা ১৯৭১ সালের ২১শে জুলাই তারিখের বিবাদীদের (১ থেকে ৩ নং বিবাদী) অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল কোনটিই চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। আপিলকারী/বাদী কর্তৃক দায়ের করা মামলায় কেবলমাত্র আপিলকারী/বাদীকে অংশ এবং দখল প্রদানের জন্য বিভাজন চাওয়া হয়েছে। এটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে 'জনকরাম'-এর নাতনি (আপিলকারী) তার পিতার অধিকারের চেয়ে বেশি অধিকার দাবি করতে পারত না।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম ঘামান্ডি রাম (মৃত) গুরবক্স রাইয়ের মাধ্যমে (১৯৬৯) ২ এসসিসি ৩৩ : [১৯৬৯] ৩ এসসিআর ৫১ ; ওয়েলথ ট্যাক্সের কমিশনার, কানপুর এবং অন্যান্য বনাম চান্দের সেন এবং অন্যান্য (১৯৮৬) ৩ এসসিসি ৫৬৭ ; যুধিষ্ঠির বনাম অশোক কুমার (১৯৮৭) ১ এসসিসি ২০৪ : [১৯৮৭] ১ এসসিআর ৫১৬ ; হারদেও রাই বনাম শকুন্তলা দেবী এবং অন্যান্য (২০০৮) ৭ এসসিসি ৪৬ : [২০০৮] ৭ এসসিআর ১ – নির্ভর করা হয়েছে।

গুরুপদ খান্দাপ্পা মাগদুম বনাম হীরাবাই খান্দাপ্পা মাগদুম এবং অন্যান্য (১৯৭৮) ৩ এসসিসি ৩৮৩ : [১৯৭৮] ৩

রাধা বাঈ বনাম রাম নারায়ণ এবং অন্যান্যরা ১২১

এসসিআর ৭৬১; রমেশ বর্মা (মৃত) তার আইনি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বনাম লাজেস সাক্সেনা (মৃত) তার আইনি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এবং আরেকজন (২০১৭) ১ এসসিসি ২৫৭; শ্রীমতী রাজ রানী বনাম মুখ্য বন্দোবস্ত কমিশনার, দিল্লি এবং অন্যান্য (১৯৮৪) ৩ এসসিসি ৬১৯ : [১৯৮৪] ৩ এসসিআর ৭৬৩ – উল্লিখিত।

চন্দ্রকান্ত এবং অন্যান্য বনাম অশোক কুমার এবং অন্যান্য ২০০২ (৩) এমপিএলজে ৫৭৬ – উল্লিখিত।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৭৮] ৩ এসসিআর ৭৬১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
(২০১৭) ১ এসসিসি ২৫৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
২০০২ (৩) এমপিএলজে ৫৭৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪
[২০০৮] ৭ এসসিআর ১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪
(১৯৮৬) ৩ এসসিসি ৫৬৭	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪
[১৯৮৭] ১ এসসিআর ৫১৬	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪
[১৯৮৪] ৩ এসসিআর ৭৬৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪
[১৯৬৯] ৩ এসসিআর ৫১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৭

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০০৯ সালের ৫৮৮৯ নং দেওয়ানি আপিল।

২০০২ সালের ৮৪ নং দ্বিতীয় আপিলে বিলাসপুরে ছত্তিশগড় হাইকোর্টের ১২.০২.২০০৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

আবেদনকারীর পক্ষে সরবজিৎ দত্ত, অক্ষত শ্রীবাস্তব, শ্রীমতি পূজা শ্রীবাস্তব, আইনজীবীরা।

মনোজ প্রসাদ, প্রবীণ আইনজীবী, প্রকাশ কুমার সিং, আশুতোষ দুবে, সুশ্রী রিচা রাঠি, ধর্মেন্দ্র কুমার, অজয় কুমার শ্রীবাস্তব, ডঃ রাজেশ পান্ডে, সুশ্রী তনুজা মঞ্জরী পাত্র, সুশ্রী শ্বেতা, সুশ্রী অশ্বথী এম. কে., মনোজ সেলভারাজ এস., সুশ্রী যোগিতা আহুজা, আইনজীবীরা উত্তরদাতাদের পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেন

এ. এম. খানউইলকার, বিচারপতি।

১. এই আপিলটি ছত্তিশগড় হাইকোর্টের বিলাসপুর কর্তৃক ১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে, যা ২০০২ সালের দ্বিতীয় আপিল নং ৮৪-এর অন্তর্গত,

উক্ত রায়ের মাধ্যমে উত্তরদাতা-আসল ১ থেকে ৪ নং বিবাদীদের দায়ের করা আপিল মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং নিম্ন আদালতের রায় ও ডিক্রি, যা আপিলকারীর দায়ের করা মামলা খারিজ করেছিল, তা নিশ্চিত করা হয়েছিল।

২. দলগুলি নিম্নরূপ সম্পর্কিতঃ

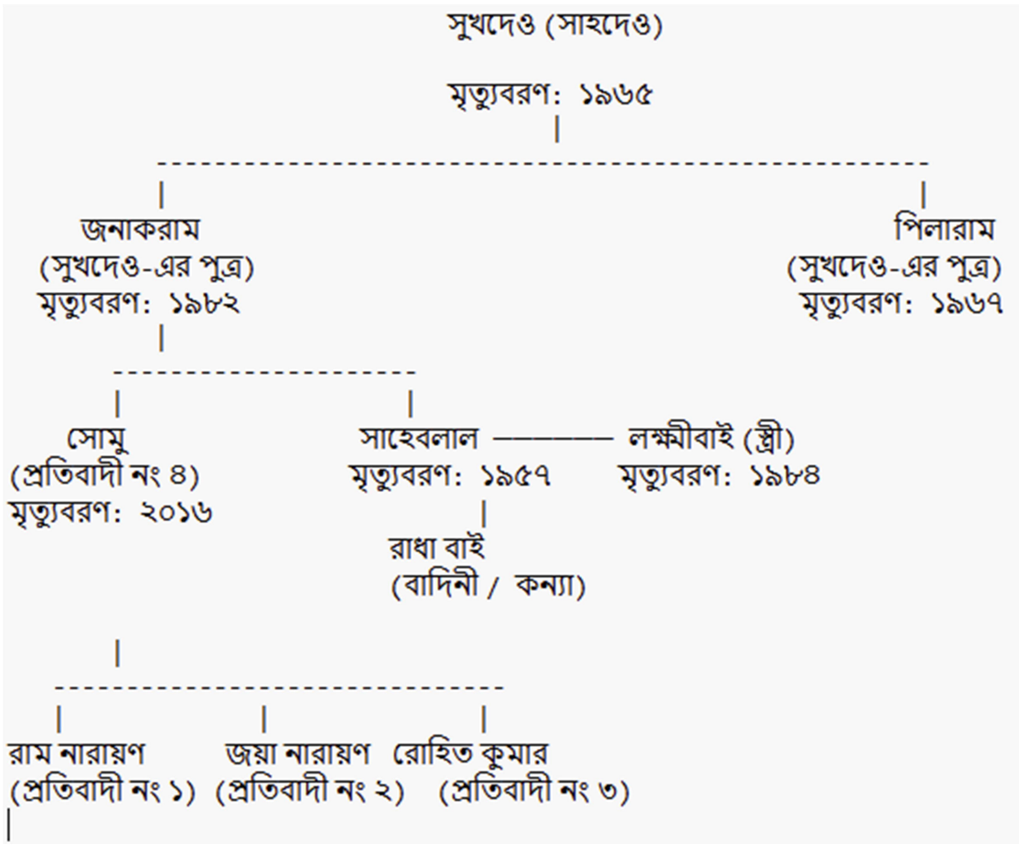

৩. আপিলকারী দেওয়ানি আদালতের প্রথম শ্রেণীর বিচারক, শক্তি – জেলা বিলাসপুরে ১৯৮৫ সালের দেওয়ানি মামলা নম্বর ৩১/এ দায়ের করে এই মর্মে জানান যে বাররা গ্রামে অবস্থিত জমি, যা বিশেষভাবে আরজির তফসিল 'ক'-তে বর্ণিত, সুখদেও ছন্নাহু, সরধা ছন্নাহুর পুত্র, এর মালিকানাধীন ও দখলে ছিল। সুখদেও হিন্দু ছিলেন এবং মিতাক্ষরা আইন দ্বারা পরিচালিত হতেন। মামলাধীন জমি পৈতৃক সম্পত্তি হিসাবে সুখদেওর হাতে আসে, যাতে সুখদেও এবং তার পুত্র জনকরাম ও পিলারামের যৌথ অংশ ছিল, তারা সহ-উত্তরাধিকারী ছিলেন। আপিলকারীর পিতা সাহেবলাল জনকরামের পুত্র ছিলেন, যার সনু নামে আরও এক পুত্র ছিল (আসল ৪ নং বিবাদী, যিনি বর্তমান আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন মারা যান)। আপিলকারীর পিতা সাহেবলাল জনকরামের (তার পিতা) এবং সুখদেওর (তার পিতামহ) পূর্বে মারা যান। তিনি ১৯৫৭ সালে মারা যান, যেখানে জনকরাম ১৯৮২ সালে এবং সুখদেও ১৯৬৫ সালে মারা যান। সাহেবলাল তার স্ত্রী লক্ষ্মীবাঈ এবং তাদের কন্যা রাধাবাঈকে (আপিলকারী/বাদী) রেখে যান। এই প্রেক্ষাপটে, আপিলকারী দাবি করেন যে তিনি তার পিতা সাহেবলালের মাধ্যমে মামলাধীন সম্পত্তিতে অংশের অধিকারী। আপিলকারীর মা ১৯৮৫ সালে মামলা দায়ের করার আগে ১৯৮৪ সালে মারা যান।

৪. আপিলকারীর বক্তব্য এই যে, তার মায়ের মৃত্যুর পর, আপিলকারী বাররা গ্রামে আসেন এবং গ্রামের পাটোয়ারীকে তার নামে জমিটির নামান্তর করার জন্য অনুরোধ করেন। উত্তরে, তাকে জানানো হয় যে জনকরাম কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২১শে জুলাই তারিখে তাদের অনুকূলে সম্পাদিত রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে রাম নারায়ণ (বিবাদী নং ১), জয়া নারায়ণ (বিবাদী নং ২) এবং রোহিত কুমারের (বিবাদী নং ৩) নামে জমিটির নামান্তর ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে - যারা সনু (প্রয়াত বিবাদী নং ৪)-এর তিন পুত্র। আরও প্রকাশ পায় যে ১৯৬৫ সালে সুখদেওর মৃত্যুর পর, তার দুই পুত্র জনকরাম এবং পিলারাম ১৯৬৭ সালের আশেপাশে মামলাধীন সম্পত্তি ভাগ করে নেন, যার ফলস্বরূপ মামলাধীন সম্পত্তি জনকরামের একক অংশে আসে এবং তিনি তার নিরঙ্কুশ মালিক হন, যার ভিত্তিতে তিনি তার তিন নাতির (তার পুত্র সনুর (বর্তমানে প্রয়াত) পুত্র - যথাক্রমে বিবাদী নং ১ থেকে ৩) অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল সম্পাদন করেন।

৫. উপরোক্ত বিষয়গুলি জানার অব্যবহিত পরেই, ১৯৮৫ সালে, আপিলকারী ঘোষণা ও দখলের জন্য মামলা দায়ের করেন এবং নিম্নলিখিত প্রতিকার চান:

"১৪.): বাদীর প্রার্থনা নিম্নরূপ:-

১): আদালত বাদীর অনুকূলে প্রাসঙ্গিক বিতর্কিত জমির দখলের ডিক্রি প্রদান করুক, (ক): বিতর্কিত জমি ভাগ করে বাদীর অনুকূলে অর্ধেক অংশ প্রদান করা হোক এবং তার ভূমি রাজস্ব পৃথকভাবে নির্ধারণ করা হোক।

ii): বাদীকে মামলার খরচ প্রদান করা হোক।

iii): মামলার পরিস্থিতি বিবেচনা করে, আদালত যা উপযুক্ত ও ন্যায্য মনে করে, সেই প্রকার যথাযথ প্রতিকার বাদীকে প্রদান করা হোক।

৬. উত্তরদাতা - বিবাদীরা উক্ত মামলার বিরোধিতা করেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আরজিগুলির ভিত্তিতে, নিম্ন আদালত মোট ৯টি বিষয় নির্ধারণ করে, যা নিম্নরূপ পাঠ করা হয়:

বিষয়াবলীঃ সিদ্ধান্তঃ

(১.): সুখদেবের মৃত্যুর পর, যৌথ ও অবিভক্ত সম্পত্তির জনকরাম ও পিলারামের মধ্যে বণ্টন সম্পন্ন হয়েছিল কিনা। হ্যাঁ।

(২.): উক্ত বণ্টনে জনকরাম বিতর্কিত জমি লাভ করেছিলেন কিনা।

প্রমাণিত হয়নি।

(৩.): ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বিতর্কিত জমি জনকরাম, লক্ষ্মীবাঈ এবং বাদীর যৌথ ও অবিভক্ত হিসাবে নথিভুক্ত ছিল কিনা।

২ নং বিষয়ের নেতিবাচক সিদ্ধান্তের

কারণে, বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি।

(৪.): বিতর্কিত সম্পত্তি/জমি বিক্রি করার কোনো অধিকার জনকরামের ছিল না কিনা।

(৫.): ১৯৯৭ সালের ২১শে জুলাই তারিখের বিক্রয় দলিলটি অবৈধ ও বাতিল কিনা।

(৬.): বাদী বিতর্কিত জমিগুলির দখল পেতে অধিকারী কিনা।

(৭.): ত্রাণ ও খরচ। মামলা খারিজ করা হলো। প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষরা তাদের নিজ নিজ খরচ বহন করবে।

অতিরিক্ত বিষয়াবলী:

(৮.): বাদী বিতর্কিত জমিগুলিতে অর্ধেক অংশ পেতে অধিকারী কিনা।

প্রমাণিত হয়নি।

(৯.): বাদীর মামলাটি গ্রহণযোগ্য নয় কিনা।

না। এটি গ্রহণযোগ্য।

৭. নিম্ন আদালত নথিভুক্ত প্রমাণ বিশ্লেষণ করার পর, আপিলকারী কর্তৃক দায়ের করা মামলাটি ২০০০ সালের ২৪শে নভেম্বর তারিখের রায় ও ডিক্রির মাধ্যমে খারিজ করে দেন।

৮. ক্ষুব্ধ হয়ে, আপিলকারী অতিরিক্ত জেলা জজ, শক্তি, জেলা বিলাসপুর - ছত্তিশগড় আদালতে ২০০১ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৫-এ দায়ের করেন। তবে, আপিল আদালত নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তে ভিন্নমত পোষণ করে এবং ২০০২ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখের রায় ও ডিক্রির মাধ্যমে আপিল মঞ্জুর করেন। প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কার্যকরি আদেশটি নিম্নরূপ পাঠ করা হলো:

"২৬.): উপরোক্ত সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, নিম্নলিখিত মর্মে ডিক্রি প্রণয়ন করা যেতে পারে:-

i) যে, আপীলকারীর আপিল গ্রহণের ফলে, ২০০০ সালের ২৪শে নভেম্বরের বিতর্কিত রায় এবং ডিক্রিটি বাতিল করা হয়েছে।

ii) যে, আপিলকারীর আপিল গ্রহণের ফলে, বাদী/আপিলকারীর মামলা গ্রহণ করা হয়, এবং এটি আদেশ দেওয়া হয় যে বাদী/আপিলকারী বিতর্কিত জমির অর্ধেক অংশ, যা অভিযোগের সাথে সংযুক্ত তফসিল "এ"-তে গণনা করা হয়েছে, তা ভাগ করে আলাদাভাবে অর্ধেক অংশের উপর দখল পাওয়ার অধিকারী; এবং সেই অনুযায়ী ভূমি রাজস্বও নির্ধারণ করা উচিত।

iii) অভিযোগের সঙ্গে সংযুক্ত তফসিল "এ" ডিক্রিটির অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে

iv) উত্তরদাতা বাদী/উত্তরদাতারা মামলার নিজস্ব খরচ বহন করা ছাড়াও বাদী/আপিলকারীর মামলার খরচও বহন করবেন।

৯. উত্তরদাতা-আসল ১ থেকে ৪ নং বিবাদীরা হাইকোর্টে দ্বিতীয় আপিল দায়ের করেন, যা ২০০২ সালের দ্বিতীয় আপিল নং ৮৪ হিসাবে নথিভুক্ত হয়। দ্বিতীয় আপিলটি গ্রহণের সময়, আদালত আইনের গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রশ্ন নির্ধারণ করে। সেগুলি নিম্নরূপ:

"১. বাদী মহিলা হওয়ায়, সুখদেওর একক মালিকানাধীন এবং তার পিতা সুখদেওর মৃত্যুর পর জনকরামের উপর উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তানো সম্পত্তিতে বিভাজন চাওয়ার অধিকার তার ছিল কিনা?"

২. সুখদেওর কাছ থেকে জনকরাম কর্তৃক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি, যিনি এটির একমাত্র মালিক ছিলেন, ১৯৬৫ সালে সুখদেওর মৃত্যু এবং ১৯৮২ সালে জনকরামের মৃত্যুর তারিখে বাদীর জন্য পৈতৃক সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল কিনা?"

১০. তথ্যগত ম্যাট্রিক্স এবং রেকর্ডের প্রমাণ বিশ্লেষণ করার পর, হাইকোর্ট মতামত দেয় যে আপিল আদালত সুস্পষ্ট ত্রুটি করেছে এবং নিষ্পত্তি হওয়া আইনি অবস্থানের অপব্যবহার করেছে। হাইকোর্ট নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে বিষয়টি বিবেচনা করেছেঃ

৮. দ্বিতীয় আপিলে নির্ধারণের জন্য একমাত্র যে বিষয়টি উত্থাপিত হয় তা হল, জনক রাম পিলারামের অধিকার ব্যতিরেকে নিজের অধিকারেই মামলাধীন সম্পত্তি ধারণ করেছিলেন কিনা, এবং উত্তরাধিকারের নিয়ম বা বেঁচে থাকার অধিকারের নিয়ম প্রযোজ্য হবে কিনা। আরজিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে সুখদেওর মৃত্যুর তিন বছর পর একটি বিভাজন হয়েছিল, যেখানে মামলাধীন সম্পত্তি জনক রামের অংশে পড়েছিল। একবার সহ-উত্তরাধিকারীর সম্পত্তির বিভাজন ঘটলে এবং সহ-উত্তরাধিকারী তার অংশে পড়া সম্পত্তির একচেটিয়া দখল পেলে, তিনি সেই সম্পত্তির উপর নিরঙ্কুশ অধিকার অর্জন করেন। বাদী রাধা বাঈয়ের কেবল একটি সম্ভাব্য উত্তরাধিকার ছিল এবং তিনি উত্তরাধিকারের মাধ্যমে অংশ পেতে অধিকারী হতেন যা কেবল জনক রামের মৃত্যুর পরেই খুলত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, যেহেতু জনক রাম, ১৯৮২ সালে তার মৃত্যুর আগে, রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল সম্পাদন করে ১ থেকে ৩ নং বিবাদীদের কাছে মামলাধীন জমি বিক্রি করেছিলেন, তাই বাদী রাধা বাঈ কেবল জালিয়াতি বা প্রতিদানবিহীন হওয়ার সীমিত ভিত্তিতে এটিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন। জনক রামের জীবদ্দশায়, পূর্বে মৃত পুত্র সাহেবলালের কন্যা রাধা বাঈয়ের মামলাধীন সম্পত্তির উপর কেবল একটি সম্ভাব্য উত্তরাধিকার ছিল এবং তার বেশি কিছু নয়। রেকর্ডপত্রে এমন কোনো উপাদান নেই যা দেখায় যে ৪ নং বিবাদী - সনু জনক রামের কাছ থেকে ১৯৭১ সালের ২১শে জুলাই তারিখের বিক্রয় দলিল জোরপূর্বক বা প্রতিদানবিহীনভাবে সম্পাদন করিয়ে নিয়েছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, জনক রাম, যিনি বিভাজনের পর অন্য সহ-উত্তরাধিকারীর অধিকার ব্যতিরেকে মামলাধীন সম্পত্তি ধারণ করেছিলেন, তার ১ থেকে ৩ নং বিবাদীদের কাছে এটি বিক্রি করার নিরঙ্কুশ অধিকার ছিল। বাদী রাধা বাঈ, বিক্রয় দলিলটি প্রতিদানবিহীন ছিল বা জোরপূর্বক সম্পাদন করা হয়েছিল তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় কোনো ভিত্তিতেই উক্ত লেনদেনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেননি। রাধা বাঈ কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষ্য নিজেই দেখায় যে ১ থেকে ৩ নং বিবাদীদের অনুকূলে জনক রাম কর্তৃক সম্পাদিত বিক্রয় দলিলের বিষয়ে তার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। রাধা বাঈ, বাদী, আদালতে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এবং জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও সাক্ষীর কাঠগড়ায় ওঠেননি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, আমার সুচিন্তিত মতামত এই যে রাধা বাঈ কর্তৃক দায়ের করা মামলাটি অবশ্যই খারিজ হবে কারণ মামলার ঘটনায় উত্তরাধিকারের নিয়ম প্রযোজ্য ছিল এবং উত্তরাধিকার কেবল জনক রামের মৃত্যুর পরেই খুলত, যিনি পিলারামের সাথে বিভাজনে প্রাপ্ত অংশের একচ্ছত্র মালিক ছিলেন। সুতরাং, ১ নং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক যে জনক রাম মামলাধীন সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক হওয়ায়,

তার জীবদ্দশায় রাধা বাঈ মামলাধীন সম্পত্তির উপর কোনো অধিকার অর্জন করেননি এবং মামলাধীন জমিগুলির বিভাজন ও দখলের জন্য মামলা দায়ের করার কোনো অধিকার তার ছিল না, যা জনক রাম তার জীবদ্দশায় ১ থেকে ৩ নং বিবাদীদের অনুকূলে বিক্রয় দলিল সম্পাদন করে ইতিমধ্যেই বিক্রি করে দিয়েছিলেন। ২ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে সুখদেওর মৃত্যুর পর, সহ-উত্তরাধিকারী সম্পত্তির একটি বণ্টন হয়েছিল, যেখানে জনক রাম তার অংশ হিসাবে মামলাধীন জমিগুলি পেয়েছিলেন এবং সেইজন্য তিনি মামলাধীন সম্পত্তির নিরঙ্কুশ মালিক ছিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, বর্তমান মামলার ঘটনায় বেঁচে থাকার অধিকারের নিয়ম প্রযোজ্য নয়, কারণ বিভাজনের পর মামলাধীন সম্পত্তি জনক রাম নিজের অধিকারেই এবং অন্য সহ-উত্তরাধিকারীর অধিকার ব্যতিরেকে ধারণ করেছিলেন। সুতরাং, জনক রাম এবং পিলারামের মধ্যে সম্পাদিত বিভাজনের পর মামলাধীন সম্পত্তি পৈতৃক সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং জনক রাম এটিকে তার একচ্ছত্র মালিকানা হিসাবে ধারণ করেছিলেন। সুতরাং, বর্তমান মামলায় উত্তরাধিকারের নিয়ম প্রযোজ্য হবে এবং উত্তরাধিকার কেবল জনক রামের মৃত্যুর পরেই খুলবে। অতএব, রাধা বাঈ, যার কেবল একটি সম্ভাব্য উত্তরাধিকার ছিল, কেবলমাত্র এটি প্রমাণ করেই উত্তরাধিকারী হতে পারতেন যে জনক রাম কর্তৃক সম্পাদিত বিক্রয় দলিলটি প্রতিদানবিহীন ছিল বা ৪ নং বিবাদী - সনু কর্তৃক জোরপূর্বক সম্পাদন করানো হয়েছিল। তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, মামলাটি খারিজ হওয়া উচিত।

৯. আইনের উভয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর, আপিল মঞ্জুর হওয়ার যোগ্য। সেই অনুযায়ী, আপিল মঞ্জুর করা হলো। অতিরিক্ত জেলা জজ, শক্তি, জেলা বিলাসপুর কর্তৃক দেওয়ানি আপিল নং ৫-এ/২০০১-এ ২২.১.২০০২ তারিখে প্রদত্ত রায় ও ডিক্রি বাতিল করা হলো এবং দেওয়ানি আদালতের দ্বিতীয় শ্রেণীর বিচারক, শক্তি কর্তৃক ২৪.১১.২০০০ তারিখে দেওয়ানি মামলা নং ৯০-এ/৮৮-এ প্রদত্ত রায় ও ডিক্রি বহাল রাখা হলো। খরচের বিষয়ে কোনো আদেশ দেওয়া হলো না।"

১১. আপিলকারী - বাদী হাইকোর্টের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন এই যুক্তিতে যে অবিসংবাদিত বাস্তব পরিস্থিতি এবং গুরুপদ খান্দাপ্পা মাগদুম বনাম হীরাবাই খান্দাপ্পা মাগদুম এবং অন্যান্যরা[১] এবং রমেশ বর্মা (মৃত) তার আইনি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বনাম লাজেস সাক্সেনা (মৃত) তার আইনি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এবং আরেকজন[২] মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলির পটভূমিতে, হাইকোর্ট এই রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনের সুস্পষ্ট ভুল করেছে যে বেঁচে থাকার অধিকারের নিয়ম প্রযোজ্য হবে না এবং বাদীর কেবল একটি সম্ভাব্য উত্তরাধিকার ছিল।

১(১৯৭৮) ৩ এস. সি. সি ৩৮৩

২(২০১৭) ১ এস. সি. সি ২৫৭

আপিলকারীর মতে, মামলাধীন সম্পত্তি নিঃসন্দেহে সুখদেওর হাতে পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (সংক্ষেপে "১৯৫৬ সালের আইন") ১৭ই জুন, ১৯৫৬ থেকে কার্যকর হওয়ার পর, যেহেতু সাহেবলাল ১৯৫৬ সালের আইন কার্যকর হওয়ার পরে মারা যান, তাই ১৯৫৬ সালের আইনের ৬ ধারা এবং বিশেষ করে এর ব্যাখ্যা-১ স্পষ্টভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ, সাহেবলালের মৃত্যুর আগে সহ-উত্তরাধিকারী সম্পত্তির একটি কাল্পনিক বিভাজন ঘটেছিল। ৬ ধারার অনুবিধিও আকৃষ্ট হয়েছিল কারণ সাহেবলাল তার স্ত্রী লক্ষ্মীবাঈ এবং কন্যা রাধাবাঈকে (আপিলকারী-বাদী) রেখে যান। ফলস্বরূপ, মিতাক্ষরা সহ-উত্তরাধিকারী সম্পত্তিতে মৃত সাহেবলালের স্বার্থ ১৯৫৬ সালের আইনের অধীনে উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তায়, বেঁচে থাকার অধিকারের মাধ্যমে নয়। সাহেবলালের একমাত্র জীবিত উত্তরাধিকারী হওয়ায় আপিলকারী-বাদী সাহেবলালের সম্পূর্ণ অংশের উপর অধিকার দাবি করছিলেন।

১২. এরপর যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে যথাক্রমে উত্তরদাতা-বিবাদী নং ১ থেকে ৩-এর অনুকূলে জনকরাম কর্তৃক সম্পাদিত ১৯৭১ সালের ২১শে জুলাই তারিখের বিক্রয় দলিলটি আপাতদৃষ্টিতে অবৈধ ছিল এবং আপিলকারী-বাদীর উপর বাধ্যতামূলক ছিল না। সুখদেওর মৃত্যুর পর সহ-উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তানো পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করার কোনো অধিকার জনকরামের ছিল না। একইভাবে, পূর্বে মৃত সাহেবলালের শাখা বাদ দিয়ে জনকরাম ও পিলারামের মধ্যে ১৯৬৭ সালে সম্পাদিত বিভাজন কোনো কাজে আসবে না এবং মামলাধীন সম্পত্তিতে বাদীর দাবি নস্যাৎ করার ভিত্তি হতে পারে না। আপিলকারী প্রার্থনা করেন যে প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ডিক্রি, যা আপিলকারী-বাদীর অনুকূলে মামলা ডিক্রি করেছে, তা বহাল রাখা হোক।

১৩. অন্যদিকে, উত্তরদাতা-বিবাদীরা যুক্তি দেবেন যে বর্তমান মামলায় সাহেবলাল ১৯৫৭ সালে মারা যান। সুখদেওর মৃত্যুর পর যখন উত্তরাধিকার খোলে, তখন সুখদেওর দুই জীবিত পুত্র - জনকরাম এবং পিলারাম সমানভাবে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন - ১৯৬৫ সালে। আপিলকারী-বাদী সেই প্রাসঙ্গিক সময়ে প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারী ছিলেন না। যদি আপিলকারী সুখদেওর পূর্বে মৃত পুত্রের কন্যা হতেন, তবে তার দাবি অনুসরণ করার কিছু সুযোগ থাকতে পারত। তবে, আপিলকারী সুখদেওর প্রপৌত্রী হওয়ায়, ১৯৬৫ সালে মামলাধীন সম্পত্তিতে তার কোনো দাবি ছিল না। আইনে, আপিলকারীর পিতা - সাহেবলাল, তার পিতা জনকরামের জীবদ্দশায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারতেন না। যেখানে, সুখদেওর মৃত্যুর পর জনকরাম ও পিলারামের মধ্যে বিভাজনের কারণে, মামলাধীন সম্পত্তি জনকরামের একচেটিয়া অংশে আসে এবং তিনি এর নিরঙ্কুশ মালিক হন। যেহেতু জনকরাম মামলাধীন সম্পত্তি তার ব্যক্তিগত

ক্ষমতায় ধারণ করেছিলেন এবং সহ-উত্তরাধিকারী ও পরিবারের সদস্যদের পক্ষে নয়, তাই তিনি তার ইচ্ছানুসারে যে কাউকে এটি হস্তান্তর করতে পারতেন, যা তিনি তার পৌত্রদের (যথাক্রমে উত্তরদাতা-বিবাদী নং ১ থেকে ৩) অনুকূলে ১৯৭১ সালের ২১শে জুলাই তারিখের রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে, এটি প্রতিষ্ঠিত আইন যে নাতনিকে এমন উত্তরাধিকারী হিসাবে গণ্য করা যায় না যার মামলাধীন সম্পত্তিতে অংশ থাকতে পারে।

১৪. উপরোক্ত দাখিলকে সমর্থন করার জন্য, মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের চন্দ্রকান্ত এবং অন্যান্য বনাম অশোক কুমার এবং অন্যান্য[৩] মামলা এবং এই আদালতের হারদেও রাই বনাম শকুন্তলা দেবী এবং অন্যান্য[৪] এবং কানপুর এবং অন্যান্য ওয়েলথ ট্যাক্সের কমিশনার বনাম চান্দের সেন এবং অন্যান্য[৫] দুটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হয়েছে। যুধিষ্ঠির বনাম অশোক কুমার[৬] এবং শ্রীমতি রাজ রানী বনাম মুখ্য বন্দোবস্ত কমিশনার, দিল্লি এবং অন্যান্য[৭] মামলাগুলির নীতিও অতিরিক্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই মর্মে অনুরোধ করা হয়েছে যে হাইকোর্ট কোনো ভুল করেনি, এমনকি সুস্পষ্ট ভুলও করেনি, যার জন্য এই আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। অতএব, অনুরোধ করা হয়েছে যে এই আপিলটি গুণাগুণহীন হওয়ায় খারিজ করা হোক।

১৫. আমরা আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী সরবজিৎ দত্ত এবং প্রতিবাদীদের বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মনোজ প্রসাদের বক্তব্য শুনেছি।

১৬.প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দাখিলগুলি বিশ্লেষণ করার আগে, প্রাসঙ্গিক সময়ে প্রযোজ্য ১৯৫৬ সালের আইনের ৬ ধারাটি উদ্ধৃত করা উপযুক্ত হতে পারে। সেটি নিম্নরূপ:

"৬. যখন কোনো পুরুষ হিন্দু এই আইন প্রবর্তনের পর মারা যান, এবং মৃত্যুর সময় মিতাক্ষরা সহ-উত্তরাধিকারী সম্পত্তিতে তার স্বার্থ থাকে, তখন সম্পত্তিতে তার স্বার্থ এই আইন অনুসারে নয়, সহ-উত্তরাধিকারীর জীবিত সদস্যদের উপর বেঁচে থাকার অধিকারের মাধ্যমে বর্তাবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি মৃত ব্যক্তি প্রথম তফসিলের শ্রেণী ১-এ উল্লিখিত কোনো মহিলা আত্মীয় বা সেই শ্রেণীর কোনো পুরুষ আত্মীয়কে রেখে যান যিনি সেই মহিলা আত্মীয়ের মাধ্যমে দাবি করেন, তবে মিতাক্ষরা সহ-উত্তরাধিকারী সম্পত্তিতে মৃত ব্যক্তির স্বার্থ এই

৩ ২০০২ (৩) এম. পি. এল. জে ৫৭৬

৪ (২০০৮) ৭ এস. সি. সি ৪৬

৫ (১৯৮৬) ৩ এস. সি. সি ৫৬৭

৬ (১৯৮৭) ১ এস. সি. সি ২০৪

৭ (১৯৮৪) ৩ এস. সি. সি ৬১৯

আইন অনুসারে উইলকৃত বা উইলবিহীন উত্তরাধিকারের মাধ্যমে বর্তাবে, যেমনটি প্রযোজ্য হয়, বেঁচে থাকার অধিকারের মাধ্যমে নয়।"

ব্যাখ্যাঃ-এই ধারার উদ্দেশ্যে, একজন হিন্দু মিতাক্ষর সহ-অংশীদারের স্বার্থ সম্পত্তির সেই অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে যা তাকে বরাদ্দ করা হত যদি তার মৃত্যুর অব্যবহিত আগে সম্পত্তির বিভাজন ঘটে থাকত, তা সে বিভাজন দাবি করার অধিকারী ছিল কি না তা নির্বিশেষে।

ব্যাখ্যা ২-এই ধারার শর্তাবলীতে অন্তর্ভুক্ত কোনও কিছুই মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর আগে সহ-অংশীদারিত্ব থেকে নিজেকে আলাদা করে নেওয়া কোনও ব্যক্তিকে বা তার কোনও উত্তরাধিকারীকে নিষ্ক্রিয়তার ভিত্তিতে তাতে উল্লিখিত সুদের একটি অংশ দাবি করতে সক্ষম করে বলে মনে করা হবে না।

১৭. এই আদালত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম ঘামান্ডি রাম (মৃত) গুরবক্স রাইয়ের[৮] মাধ্যমে মামলায় মিতাক্ষরা আইনের অধীনে সহ-উত্তরাধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেছে। রিপোর্টেড সিদ্ধান্তের ৫ নং অনুচ্ছেদে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে:

"৫. হিন্দু আইনের মিতাক্ষরা স্কুলের মতে, হিন্দু যৌথ পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি একটি আধা-কর্পোরেট ক্ষমতায় সকল সহ-উত্তরাধিকারী কর্তৃক যৌথ মালিকানায় ধারণ করা হয়। মিতাক্ষরার পাঠ্য কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে যৌথ পরিবারের সম্পত্তি সেই সময়ে জীবিত এবং পরবর্তীতে জন্মগ্রহণকারী যৌথ পরিবারের সদস্যদের জন্য ট্রাস্টে ধারণ করা হয় (দেখুন মিতাক্ষরা, অধ্যায় ।, ১-২৭)। মিতাক্ষরা আইনের অধীনে সহ-উত্তরাধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলি হল: প্রথমত, কোনো ব্যক্তির তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত বংশানুক্রমিক পুরুষ বংশধররা জন্মগ্রহণের সাথে সাথে সেই ব্যক্তির পৈতৃক সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করে; দ্বিতীয়ত, সেই বংশধররা যেকোনো সময় বিভাজনের দাবি করে তাদের অধিকার কার্যকর করতে পারে; তৃতীয়ত, বিভাজন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি সদস্যের সমগ্র সম্পত্তির উপর অন্যদের সাথে যৌথভাবে মালিকানা থাকে; চতুর্থত, এই ধরনের সহ-মালিকানার ফলে সম্পত্তির দখল ও ভোগ সাধারণ; পঞ্চমত, সহ-উত্তরাধিকারীদের সম্মতি ব্যতীত, প্রয়োজন ব্যতীত সম্পত্তির কোনো হস্তান্তর সম্ভব নয়; এবং ষষ্ঠত, মৃত সদস্যের স্বার্থ তার মৃত্যুর সাথে সাথে জীবিতদের উপর বর্তায়।

৮ (১৯৬৯) ২ এস. সি. সি ৩৩

মিতাক্ষরা স্কুলের অধীনে সহ-উত্তরাধিকার আইনের সৃষ্টি এবং পক্ষগণের কার্যকলাপের মাধ্যমে উদ্ভূত হতে পারে না, শুধুমাত্র দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে দত্তক পুত্র তার দত্তক পিতার পৈতৃক সম্পত্তির ক্ষেত্রে তার সাথে সহ-উত্তরাধিকারী হয়।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

হারদেও রাই (উপরোক্ত) মামলায় এই ব্যাখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা লক্ষ্য করার পর, আদালত ২০ থেকে ২৩ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করে:

২০. প্রথম আপিল আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয়নি যে, আবেদনকারী মিতাক্ষরা যৌথসভার সদস্য ছিলেন। সম্পত্তির উৎস প্রকাশ করা হয়নি। অন্যান্য সহ-মালিকদের তুলনায় আবেদনকারীর দ্বারা সম্পত্তিগুলি যেভাবে দখল করা হয়েছিল তা বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। এটি অনুষ্ঠিত হয়নি যে পক্ষগুলি রান্নাঘর বা মেস-এ যৌথ ছিল। অন্য কোনও ডকুমেন্টারি বা মৌখিক প্রমাণ রেকর্ডে আনা হয়নি যা দেখায় যে পক্ষগুলি সম্পত্তির যৌথ দখলে ছিল।

২১. আপিলকারীর পক্ষ থেকে পরীক্ষিত সাক্ষীদের মধ্যে একজন স্বীকার করেছেন যে আপিলকারী মামলা সম্পত্তির পৃথক দখলে ছিলেন। আপিলকারী তার জবানবন্দিতে স্বীকার করেছেন যে তিনি এবং তার অন্যান্য সহ-অংশীদাররা সম্পত্তির পৃথক দখলে ছিলেন।

২২. সম্পত্তির প্রতি একজনের স্বার্থ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, এটি আবশ্যক ছিল না যে অংশীদারদের মধ্যে মেটে এবং সীমার মধ্যে বিভাজন অবশ্যই ঘটতে হবে। যখন অংশীদার সম্পত্তি ভাগ করার কোনও অভিপ্রায় প্রকাশ করা হয়, তখন প্রতিটি অংশীদারদের অংশ স্পষ্ট এবং নির্ধারণযোগ্য হয়ে ওঠে। একবার অংশীদারের অংশ নির্ধারণ হয়ে গেলে, এটি একটি অংশীদার সম্পত্তি হিসাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই ধরনের ক্ষেত্রে পক্ষগুলি "যৌথ ভাড়াটে" হিসাবে সম্পত্তিটির অধিকারী হবে না বরং "সাধারণ ভাড়াটে" হিসাবে থাকবে। তাই এসবি/১-এ এই আদালতের সিদ্ধান্ত বর্তমান মামলায় প্রযোজ্য নয়।

২৩. যেখানে কোনও অংশীদার সম্পত্তির নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করে, সেখানে সে সেই অংশের মালিক হয় এবং সে তার পৃথক সম্পত্তির নিষ্পত্তি করার মতো একই পদ্ধতিতে বিক্রয় বা বন্ধকের মাধ্যমে তা বিচ্ছিন্ন করতে পারে।

চান্দের সেন (উপরোক্ত) মামলায়, এই আদালত ১৯৫৬ সালের আইনের ৪, ৬ এবং ৮ ধারার পারস্পরিক সম্পর্ক বিবেচনা করেছে, যার মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায় এবং তফসিলের প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীরা অন্তর্ভুক্ত। আদালত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করেছে:

"১০. এখানে প্রশ্ন হল, যখন কোনো পুত্র বিভাজনের মাধ্যমে পৃথক হওয়ার পর তার পিতার কাছ থেকে কোনো আয় বা সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে পায়, তখন তা পুত্রের হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের আয় হিসাবে মূল্যায়ন করা উচিত নাকি তার ব্যক্তিগত আয় হিসাবে। হিন্দু আইনের ভাষ্যকারদের মধ্যে বা আদালতের সিদ্ধান্তে কোনো বিরোধ নেই যে প্রচলিত হিন্দু আইন অনুসারে, পুত্র সেটি তার নিজের পরিবারের কর্তা হিসাবে উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ৮ ধারার প্রভাব কী? ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন পুরুষদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করে। প্রথম নিয়ম হল, কোনো পুরুষ হিন্দু উইল না করে মারা গেলে, তার সম্পত্তি দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধান এবং তফসিলের প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের অনুসারে বর্তাবে। তফসিলের প্রথম শ্রেণীতে যদি কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারী থাকে, তবে তফসিলের প্রথম শ্রেণীতে উল্লিখিত উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তাবে। তফসিলের প্রথম শ্রেণী নিম্নরূপ:

'পুত্র; কন্যা; বিধবা; মাতা; পূর্বে মৃত পুত্রের পুত্র; পূর্বে মৃত পুত্রের কন্যা; পূর্বে মৃত কন্যার পুত্র; পূর্বে মৃত কন্যার কন্যা; পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবা; পূর্বে মৃত পুত্রের পূর্বে মৃত পুত্রের পুত্র; পূর্বে মৃত পুত্রের পূর্বে মৃত পুত্রের কন্যা; পূর্বে মৃত পুত্রের পূর্বে মৃত পুত্রের বিধবা।'

১১. তফসিলের প্রথম শ্রেণীতে উল্লিখিত উত্তরাধিকারীরা হলেন পুত্র, কন্যা ইত্যাদি, যার মধ্যে পূর্বে মৃত পুত্রের পুত্র অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বিশেষভাবে জীবিত পুত্রের পুত্র, অর্থাৎ পৌত্র অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হল, যখন তফসিলের প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারী হিসাবে পুত্র সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পায়, তখন সে কি তার ব্যক্তিগত ক্ষমতায় তা করে, নাকি সে তার নিজের অবিভক্ত পরিবারের কর্তা হিসাবে তা করে?

১২. এখন এলাহাবাদ হাইকোর্ট উল্লেখ করেছে যে সি আই টি বনাম রাম রক্ষপাল, অশোক কুমারের মামলায় প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষ এবং ভাষ্যকারদের উল্লেখ করার পর উক্ত রিপোর্টের ১৭১ পৃষ্ঠায় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে আইনের স্পষ্ট শব্দগুলির ব্যাখ্যা করার সময় কোনো আইনের উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের চেষ্টা সম্পর্কে বিস্তৃত এবং সাধারণ প্রকৃতির বিবেচনার কোনো সুযোগ নেই। বিদ্বান বিচারপতিগণ, হিন্দু আইনের উপর মোল্লার ভাষ্য এবং হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ৬ ধারার বিধানগুলির উল্লেখ করে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে পিতার রেখে যাওয়া ব্যবসার সম্পদ

পুত্রের হাতে থাকলে তা আইনের ৮ ধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং সে তার ব্যক্তিগত ক্ষমতায় তা গ্রহণ করবে।এই প্রসঙ্গে আমাদের সামনে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ৪ ধারারও উল্লেখ করা হয়েছিল। উক্ত আইনের ৪ ধারায় আইনের প্রাধান্যকারী প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। আইনে স্পষ্টভাবে অন্যথা বিধান না থাকলে, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ হিন্দু আইনের কোনো পাঠ্য, নিয়ম বা ব্যাখ্যা অথবা সেই আইনের অংশ হিসাবে কোনো প্রথা বা ব্যবহার, আইনের কোনো বিষয়ের জন্য বিধান করা থাকলে, সেই বিষয়ে কার্যকর হবে না এবং এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ অন্য কোনো আইন হিন্দুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যতক্ষণ না তা আইনের কোনো বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ৬ ধারায় সহ-উত্তরাধিকারী সম্পত্তিতে স্বার্থের বর্তনের কথা বলা হয়েছে এবং এটি স্পষ্ট করে যে যখন কোনো পুরুষ হিন্দু এই আইন প্রবর্তনের পর মারা যান এবং মৃত্যুর সময় মিতাক্ষরা সহ-উত্তরাধিকারী সম্পত্তিতে তার স্বার্থ থাকে, তখন সম্পত্তিতে তার স্বার্থ এই আইন অনুসারে নয়, সহ-উত্তরাধিকারীর জীবিত সদস্যদের উপর বেঁচে থাকার অধিকারের মাধ্যমে বর্তাবে। অনুবিধি নির্দেশ করে যে যদি মৃত ব্যক্তি প্রথম তফসিলের শ্রেণী ১-এ উল্লিখিত কোনো মহিলা আত্মীয় বা সেই শ্রেণীর কোনো পুরুষ আত্মীয়কে রেখে যান যিনি সেই মহিলা আত্মীয়ের মাধ্যমে দাবি করেন, তবে মিতাক্ষরা সহ-উত্তরাধিকারী সম্পত্তিতে মৃত ব্যক্তির স্বার্থ এই আইন অনুসারে উইলকৃত বা উইলবিহীন উত্তরাধিকারের মাধ্যমে বর্তাবে, যেমনটি প্রযোজ্য হয়, বেঁচে থাকার অধিকারের মাধ্যমে নয়।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

পুনরায় ১৫ নং অনুচ্ছেদে:

"১৫. এটা স্পষ্ট যে হিন্দু আইনে, পুত্র জন্মগ্রহণের মুহূর্ত থেকেই পিতার সম্পত্তিতে অংশ পায় এবং সহ-উত্তরাধিকারীর অংশ হয়ে যায়। তার অধিকার পিতার মৃত্যু বা পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, বরং তার জন্মের সঙ্গেই অর্জিত হয়। স্বাভাবিকভাবে, যখনই পিতা পিতামহের কাছ থেকে বা অন্য কোনো উৎস থেকে, তা পৃথক সম্পত্তি হোক বা না হোক, কোনো সম্পত্তি পান, তখন তার পুত্রের সেই সম্পত্তিতে অংশ থাকা উচিত এবং সেটি তার পুত্র ও পৌত্র এবং তার সাথে যৌথ হিন্দু পরিবার গঠনকারী অন্যান্য সদস্যদের যৌথ হিন্দু পরিবারের অংশ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হল: ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ৮ ধারা দ্বারা কি এই অবস্থান প্রভাবিত হয় এবং যদি হয়, তবে কীভাবে? মূল যুক্তি হল ৮ ধারা নির্দিষ্ট সম্পত্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীদের নির্দেশ করে এবং প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পুত্র অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু পৌত্র নয়।"

তবে, এতে পূর্বে মৃত পুত্রের পুত্র অন্তর্ভুক্ত। এটাই মূলত এলাহাবাদ হাইকোর্টকে দুটি রায়ে, যা আমরা উল্লেখ করেছি, এই অভিমত নিতে প্ররোচিত করেছে যে পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির আয়, যার সাথে পুত্রের বিভাজন হয়েছে, তা পুত্রের ব্যক্তিগত আয় হিসাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ৮ ধারার অধীনে উইল না করে মৃত পিতার সম্পত্তি তার পুত্রের উপর তার ব্যক্তিগত ক্ষমতায় বর্তায়, তার নিজের পরিবারের কর্তা হিসাবে নয়। অন্যদিকে, গুজরাট হাইকোর্ট এর বিপরীত অভিমত পোষণ করেছে।"

এলাহাবাদ হাইকোর্ট, মাদ্রাজ হাইকোর্টের পূর্ণ বেঞ্চ, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের একদিকে এবং গুজরাট হাইকোর্টের অন্যদিকে প্রকাশিত ভিন্ন ভিন্ন মত বিবেচনা করার পর, এটি নিম্নলিখিত অভিমত প্রদান করে:

"২১. হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬-এর প্রস্তাবনা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে এটি হিন্দুদের মধ্যে উইলবিহীন উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আইন সংশোধন ও সংকলনের একটি আইন।

২২. আইনের প্রস্তাবনা অর্থাৎ যেখানে প্রয়োজন সেখানে পরিবর্তন এবং আইনের সংকলন বিবেচনা করে, আমাদের মতে, যখন তফসিল প্রথম শ্রেণীতে উত্তরাধিকারীদের নির্দেশ করে এবং শুধুমাত্র পুত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং পুত্রের পুত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে না কিন্তু পূর্বে মৃত পুত্রের পুত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে, তখন বলা সম্ভব নয় যে যখন পুত্র ৮ ধারায় পরিকল্পিত পরিস্থিতিতে সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পায় তখন সে এটিকে তার নিজের অবিভক্ত পরিবারের কর্তা হিসাবে গ্রহণ করে। গুজরাট হাইকোর্টের উপরোক্ত অভিমত, যদি গৃহীত হয়, তার অর্থ হবে যে যদিও পূর্বে মৃত পুত্রের পুত্র এবং পুত্রের পুত্র নয় যাকে ৮ ধারার অধীনে উত্তরাধিকার থেকে বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, পরের জন পুরনো হিন্দু আইন প্রয়োগ করে উক্ত সম্পত্তির উপর জন্মগত অধিকার পাবে যা ৮ ধারায় বর্ণিত পরিকল্পনার বিরোধী। উপরন্তু, অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট কর্তৃক যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে আইন ৪ ধারার মাধ্যমে স্পষ্ট করে যে সন্দেহের ক্ষেত্রে আইনের দিকে তাকানো উচিত, পূর্বের হিন্দু আইনের দিকে নয়। আজ এটা বলা কঠিন হবে যে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ৮ ধারার অধীনে কোনো হিন্দুর উপর বর্তানো সম্পত্তি তার নিজের পুত্রের ক্ষেত্রে এইচ ইউ এফ হবে; এর অর্থ হবে প্রথম শ্রেণীতে উল্লিখিত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দুটি শ্রেণী তৈরি করা, পুরুষ উত্তরাধিকারীরা যাদের হাতে এটি পুত্রের ক্ষেত্রে যৌথ হিন্দু পরিবারের

সম্পত্তি হবে এবং মহিলা উত্তরাধিকারীরা যাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো ধারণা প্রয়োগ বা বিবেচনা করা যাবে না। উল্লেখ করা যেতে পারে যে আইনের ৮ ধারার অধীনে তফসিলের প্রথম শ্রেণীতে বিধবা, মাতা, পূর্বে মৃত পুত্রের কন্যা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।"

২৩. উপসংহারে আসার আগে আমরা হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ৬ ধারা নিয়ে আলোচনা করা মোল্লার হিন্দু আইনের ভাষ্য, ১৫তম সংস্করণ, পৃ. ৯২৪-২৬ এবং মেইনের হিন্দু আইন, ১২শ সংস্করণ, পৃ. ৯১৮-১৯-এর পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করেছি।

২৪. ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ৮ ধারার সুস্পষ্ট শব্দগুলি উপেক্ষা করা যায় না এবং তা প্রাধান্য পাবে। আইনের প্রস্তাবনা পুনর্ব্যক্ত করে যে আইনটি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, আইন "সংশোধন" করার জন্য, সেই পটভূমিতে পুত্রের পুত্রকে বাদ দিয়ে পূর্বে মৃত পুত্রের পুত্রকে অন্তর্ভুক্ত করার সুস্পষ্ট ভাষাকে উপেক্ষা করা যায় না।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

এই সিদ্ধান্ত যুধিষ্ঠির (উপরোক্ত) মামলায় অনুমোদনের সাথে উদ্ধৃত হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্তের ১০ নং অনুচ্ছেদে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে:

"১০. এই প্রশ্নটি সি ডাবলু টি বনাম চান্দের সেন মামলায় এই আদালত কর্তৃক বিবেচিত হয়েছে যেখানে আমাদের মধ্যে একজন (সাব্যসাচী মুখার্জী, বিচারপতি) পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে হিন্দু আইনে, পুত্র জন্মগ্রহণের মুহূর্ত থেকেই পিতার সম্পত্তিতে অংশ পায় এবং সহ-উত্তরাধিকারীর অংশ হয়ে যায়। তার অধিকার পিতার মৃত্যু বা পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, বরং তার জন্মের সঙ্গেই অর্জিত হয়। স্বাভাবিকভাবে, যখনই পিতা পিতামহের কাছ থেকে বা অন্য কোনো উৎস থেকে, তা পৃথক সম্পত্তি হোক বা না হোক, কোনো সম্পত্তি পান, তখন তার পুত্রের সেই সম্পত্তিতে অংশ থাকা উচিত এবং সেটি তার পুত্র ও পৌত্র এবং তার সাথে যৌথ হিন্দু পরিবার গঠনকারী অন্যান্য সদস্যদের যৌথ হিন্দু পরিবারের অংশ হয়ে যাবে। এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ৮ ধারা দ্বারা এই অবস্থান প্রভাবিত হয়েছে এবং সেইজন্য, আইনের পর, যখন পুত্র ৮ ধারায় পরিকল্পিত পরিস্থিতিতে সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পায়, তখন সে এটিকে তার নিজের অবিভক্ত পরিবারের কর্তা হিসাবে গ্রহণ করে না, বরং তার ব্যক্তিগত ক্ষমতায় গ্রহণ করে। রিপোর্টের ৫৭৭ থেকে ৫৭৮ পৃষ্ঠায়, এই আদালত ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ৬ ধারার প্রভাব এবং মোল্লার ভাষ্য, ১৫তম সংস্করণ, পৃ. ৯২৪-২৬ এবং মেইনের হিন্দু আইন, ১২শ সংস্করণ, পৃ. ৯১৮-১৯-এর মন্তব্য নিয়ে আলোচনা করেছে। শ্রী ব্যানার্জী

মেইনের হিন্দু আইন, ১২শ সংস্করণ, পৃ. ৯১৮-১৯-এর উক্ত পর্যবেক্ষণগুলির উপর নির্ভর করেছিলেন।উক্ত সিদ্ধান্তে এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে এলাহাবাদ হাইকোর্ট, মাদ্রাজ হাইকোর্ট, মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট এবং অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের মতামত সঠিক বলে মনে হয় এবং গুজরাট হাইকোর্টের মতামত গ্রহণ করা যায় না। মেইনের হিন্দু আইনের বিদ্বান লেখকের ১২শ সংস্করণের ৯১৯ পৃষ্ঠার পর্যবেক্ষণও অনুরূপ। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি ধরে রাখা কঠিন হবে যে ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ৮ ধারার অধীনে কোনো হিন্দুর উপর বর্তানো সম্পত্তি তার নিজের পুত্রদের ক্ষেত্রে এইচইউএফ হবে। যদি সেই অবস্থান হয়, তবে বর্তমান মামলায় প্রতিবাদীর পিতার উপর তার পিতামহের মৃত্যুর পর যে সম্পত্তি বর্তেছিল তা এইচইউএফ সম্পত্তি বলা যাবে না। যদি তাই হয়, তবে আপিল কর্তৃপক্ষ এই রায় দিতে সঠিক ছিল যে প্রতিবাদী পৈতৃক বাড়িতে তার পিতার একজন লাইসেন্সধারী ছিলেন।"

১৮. প্রতিবাদীরা চন্দ্রকান্ত (উপরোক্ত) মামলায় মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা বাদীদের দাবি প্রত্যাখ্যান করার জন্য উপরোক্ত নীতি অনুসরণ করেছিল এই ভিত্তিতে যে তাদের পিতা জীবিত থাকা পর্যন্ত তারা কোনো অধিকার দাবি করতে পারে না।

১৯. বর্তমান মামলার বাস্তব প্রেক্ষাপটে ফিরে আসা যাক, দেখা যায় যে সুখদেও পৈতৃক সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন এবং ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আপিলকারীর পিতা সাহেবলাল ১৯৫৭ সালে তার আগেই মারা যান। সাহেবলাল জনকরামের পুত্র ছিলেন। জনকরাম ১৯৮২ সালে মারা যান। ১৯৫৬ সালের আইনের ৬ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে জনকরামের জীবদ্দশায় সাহেবলাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারতেন না কারণ তিনি কেবল জনকরামের মাধ্যমেই দাবি করতে পারতেন। তবে জনকরাম ১৯৮২ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সাহেবলালের যদি নিজের অধিকারেই কোনো দাবি না থাকে, তবে তার কন্যা আপিলকারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

২০. তিন বিচারকের বেঞ্চ সহ এই আদালতের সুসংগত অভিমত হল যে পৌত্র বা পৌত্রী প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের তালিকা থেকে স্পষ্টভাবে বাদ পড়ে। সাহেবলাল স্বয়ং সুখদেওর পৌত্র ছিলেন, যিনি সুখদেওর আগেই মারা যান। সুতরাং, ১৯৬৫ সালে সুখদেওর মৃত্যুর পর, পৈতৃক মামলাধীন সম্পত্তি ১৯৬৭ সালে জনকরাম এবং পিলারামের মধ্যে ভাগ করা হয়েছিল এবং ভাগ করা সম্ভব হয়েছিল। সেই ভাগের ফলে, মামলাধীন সম্পত্তি জনকরামের ব্যক্তিগত ক্ষমতায় তার একচেটিয়া অংশে আসে। তাই তিনি বৈধভাবে তার

ইচ্ছানুসারে এবং যেভাবে তিনি তার পৌত্রদের (যথাক্রমে ১ থেকে ৩ নং বিবাদী) অনুকূলে ১৯৭৯ সালের ২১শে জুলাই তারিখের রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে হস্তান্তর করেছিলেন সেভাবে তা নিষ্পত্তি করতে পারতেন। ১৯৬৭ সালের উল্লিখিত ভাগ বা ১৯৭৯ সালের ২১শে জুলাই তারিখের বিবাদীদের (১ থেকে ৩ নং বিবাদী) অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল কোনটিই চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। আপিলকারী/বাদী কর্তৃক দায়ের করা মামলায় কেবলমাত্র আপিলকারী/বাদীকে অংশ এবং দখল প্রদানের জন্য বিভাজন চাওয়া হয়েছে। এটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, জনকরামের নাতনি (এখানে আপিলকারী) তার পিতা সাহেবলালের অধিকারের চেয়ে বেশি অধিকার দাবি করতে পারত না।

২১. গুরুপদ খান্ডাপ্পা মাগদুমের (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর আপিলকারীর দ্বারা প্রদত্ত নির্ভরতা অযৌক্তিক। সেই ক্ষেত্রে, বাদী, প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারী হওয়ায়, তার স্বামীর স্বার্থে অংশীদারি সম্পত্তিতে তার অংশীদারিত্বের অংশ ছিল বলে দাবি করে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৫৬ সালের আইনের ৬ ধারার শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে, অংশীদারিত্ব সম্পত্তিতে তার স্বামীর স্বার্থ ১৯৫৬ সালের আইনের অধীনে উত্তরাধিকার দ্বারা হস্তান্তরিত হবে। একইভাবে, রাজ রানীর (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে, আদালতকে বিধবা, প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারী মৃত ব্যক্তির তিন পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে বিরোধ বিবেচনা করার আহ্বান জানানো হয়েছিল, কারণ ১৯৫৬ সালের আইনের ৬ ধারার ব্যাখ্যা-১-এর ভিত্তিতে সেই সম্পত্তি মিতাক্ষরা যৌথ সম্পত্তি ছিল। সেই বিশ্লেষণটি রিপোর্ট করা রায়ের ১৭ অনুচ্ছেদ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে। এমনকি রমেশ ভার্মার (উপরোক্ত) এই আদালতের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তও আবেদনকারীর পক্ষে বিষয়টিকে আর এগিয়ে নিয়ে যায় না। যেহেতু, সেই ক্ষেত্রেও, ভগবান দাসের মৃত্যুর পরে প্রথম শ্রেণীর সংশ্লিষ্ট উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিরোধ ছিল। ১৯৫৬ সালের আইন শুরু হওয়ার আগে, ধারণাগত বিভাজন হয়েছিল এবং মধ্য ভারত ভূমি বিধির ৮২ ধারা অনুসারে, তাঁর পুত্র ও স্ত্রী সম্পত্তির এক ১/৩ ভাগ পাওয়ার অধিকারী হয়েছিলেন। বিভাজনের পরে, ভাগটি পুত্রদের মধ্যে একজনের কাছে পড়েছিল যা তাঁর পৃথক সম্পত্তি হয়ে ওঠে এবং মিতাক্ষরা সম্পত্তি থেকে যায় না। এই প্রকৃত অবস্থানটি রিপোর্ট করা রায়ের ১১ অনুচ্ছেদ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে।

২২. একটি অগ্রাধিকার হিসাবে, আমরা হাইকোর্টের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করি যে ১৯৬৫ সালে সুখদেও-এর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র জনকরাম ও পিলারামের উপর সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়। তারা সমানভাবে পৈতৃক সম্পত্তিতে সফল হয়। পরে তারা ১৯৬৭ সালে বিভাজন কার্যকর করে, যার ফলস্বরূপ, সম্পত্তিটি জনকরামের একচেটিয়া অংশে চলে আসে। আপিলকারীর বাবা, সাহেবলাল, তার বাবা জনকরাম এবং এমনকি দাদা সুখদেও-এর আগে মারা গিয়েছিলেন। জনকরামের জীবদ্দশায় সাহেবলাল

সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারতেন না এবং একই কারণে, তার কন্যা হওয়ায় আপিলকারী সাহেবলালের চেয়ে বেশি কোনো অধিকার দাবি করতে পারেন না। বর্তমান মামলায় প্রতিষ্ঠিত আইনি অবস্থান প্রয়োগ করে, আপিলকারীর উত্থাপিত ভিত্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করা প্রয়োজন।

২৩. তদনুসারে, এই আবেদনটি অবশ্যই ব্যর্থ হতে হবে। অতএব, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই এটি খারিজ করা হয়।

২৪. সমস্ত মুলতুবি আবেদনগুলিও উপরের শর্তাবলীতে নিষ্পত্তি করা হয়।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen